যুগান্তর

তারিখ ... 03 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

১৭

Bipan 7

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল।

চলতি বছর দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বঘোষিত কঠোর শর্তের বাধ্যবাধকতা থাকছে না। এসএসসি ও এইচএসসিতে পৃথকভাবে জিপিএ ন্যূনতম সাড়ে ৩ এবং উভয় পরীক্ষা মিলিয়ে মোট জিপিএ-৮ থাকলেই যে কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে বায়োলজিতে ন্যূনতম জিপিএ-৩ পাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি ১ মার্কের ভুল উত্তরের জন্য দশমিক ২৫ মার্ক কাটা যাবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

পরীক্ষা : প্রশ্নপত্র

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সরকারি কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ শুরু হবে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ১৫টি মেডিকেল কলেজে একই দিনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের মতো করে ভর্তি পরীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক করবেন বলে সূত্র জানায়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এবারের ভর্তি পরীক্ষায় গত বছরের ১৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। ১৮ জুলাই এক বৈঠকে ভর্তি পরীক্ষায় বেশ কিছু শর্ত শিথিলের সিদ্ধান্ত নেয় স্বাস্থ্য অধিদফতর।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক মেডিকেল শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রফেসর ডা. মোঃ শিফায়েতউল্লাহ এ খবরের সত্যতা স্বীকার করে যুগান্তরকে বলেন, বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কিছু সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০০৬-২০০৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় শুধু জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। তাছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫ পেয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫৯ হাজার। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে ৫ গুণের বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করতে পারবে না এমন প্রতিবেদন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার পর, শত শত ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা সশরীরে দেখা করে ও চিঠি দিয়ে অন্তত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানান। সেটি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

দেশের ১৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট আসন সংখ্যা ২০৬০টি। এর মধ্যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২ হাজার আসন রয়েছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৪০টি ও উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে ২০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। তাছাড়া সার্কভুক্ত দেশের জন্য ৫০টি ও নন-সার্কভুক্ত দেশের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে গত বছর পর্যন্ত এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৬ ছিল। এ বছর তা ৭ করা হয়েছে।

গত ১৮ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে সব কলেজের ডিন ও অধ্যক্ষদের উপস্থিতিতে ভর্তি পরীক্ষায় ৫ গুণের বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণের সুযোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে জিপিএ-৪ সহ মোট জিপিএ-৮ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিগত বছরগুলোর ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় বুয়েটের মতো আসন সংখ্যার নির্দিষ্ট গুণ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এক দীর্ঘ বৈঠকে এ কঠোর শর্ত শিথিলের ব্যাপারে কর্মকর্তারা একমত হন।

দেশে সরকারি ১৫টি, বেসরকারি ৩২টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। এছাড়া সারাদেশে ৮টি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা ২ হাজার ১২০, বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ২৯৫ ও ডেন্টাল কলেজে ৪৪০টি। গত বছর সরকারি ১৫টি মেডিকেল কলেজে ১৯ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল।